সমাজসেবা ও ছাত্র সমাজ

"ছাত্রানাম্ অধ্যয়নং তপঃ" অর্থাৎ অধ্যয়ন ছাত্রদের একমাত্র তপস্যা। কিন্তু একথা বলা হলেও অধ্যয়নের অর্থ শুধু লেখাপড়াই নয় অধ্যয়নের অর্থ সেইসব জিনিসের চর্চা ও অনুশীলন যার সহায়তায় ইচ্ছাশক্তি, অনুভবশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষতা সাধিত হয়। আমরা সমাজবদ্ধ জীব। তাই আমরা যেমন সমাজের কাছে ঋণী তেমনি সমাজের সেবার দায়িত্ব এড়িয়ে না গিয়ে বরং সে দায়িত্ব স্বেচ্ছায় ঘাড়ে নিয়ে সেবামূলক কল্যাণকর্মে ব্রতী হলে ঋণের দায়বদ্ধতা থেকে খানিকটা অব্যাহতিও মেলে। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, "তুমি যদি জীবনে নিঃস্বার্থভাবে কারোর জন্য কিছু করে থাকো অথবা কারোর কল্যাণচিন্তা করে থাকো -- সেটুকুই তোমার জীবনের খাঁটি বস্তু, বাকি সবই অলীক স্বপ্ন।" সেবাধর্মী কাজ বহুবিধ। বন্যা, ভূমিকম্প, ঝড়-ঝঞ্ঝা, অগ্ন্যুৎপাত, খরা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিপর্যয় ছাড়াও নিত্য ব্যবহার্য পথের পাশে আবর্জনার স্তূপ,

দূষিত পয়ঃপ্রণালী, কচুরিপানায় ভরা পুকুর, পানীয় জলের অভাব, আহত ও রোগজীর্ণ মানুষের জন্য রক্তের প্রয়োজনীয়তা -- সেবাধর্মী কাজের কি শেষ আছে! আর এই সব ক্ষেত্রেই আমাদের ছাত্রদের কিছু না কিছু করণীয় আছে। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সে বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার ব্যবস্থা থাকলে এই অনুশীলন ভবিষ্যতে তার সেবাপরায়ণ হয়ে উঠতে সহায়ক হবে। তবে লক্ষ্য রাখা দরকার সেবার নামে করা কাজ যেন ভণ্ডামিসর্বস্ব না হয়। আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, শ্রম যেকোনো মহৎ কাজে অপরিহার্য। ভাবলে অবাক হতে হয়, "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" মানবপ্রেমিকরা মানবসেবায় কতই না মহৎ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"-- যতদিন পৃথিবী থাকবে, এ বাণী থাকবে আর এই বাণীতে সংকল্পব্রতী মানুষও থাকবে।